بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী বা তিনি যেসব ঘটনা বা শিক্ষণীয় গল্প বর্ণনা করেছেন তাঁর বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এগুলো নিজের বিভিন্ন বক্তৃতায় আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে সেগুলো আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রত্যেকটি ঘটনা বা গল্প নিজের মাঝে একটি শিক্ষণীয় দিক রাখে।

জামাতের সদস্যদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত, এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, **"যাদের ধর্মের জ্ঞান আছে তাদের বিশ্বের চলমান অবস্থার এবং ইতিহাসেরও জ্ঞান থাকা উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর তবলীগের কাজ ন্যস্ত অর্থাৎ মুরুব্বী বা মুবাল্লিগদের; এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত।"** বর্তমান বিশ্বে এসব তথ্য বা জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে অর্জন করা সম্ভব এবং সহজলভ্য। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেন যা জ্ঞানগত যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং স্থান-কাল ভেদে নিজের জ্ঞানের পরিধির মাঝে থেকে কথা বলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আর সত্যিকার পুণ্যের যে মান সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমরা এই ঘটনা শুনেছি, তিনি বলতেন, 'এক ব্যক্তি ছিল যে বড় বুযূর্গ বা পুণ্যবান আখ্যায়িত হতো। দৈবক্রমে কোন বাদশাহ্র মন্ত্রী তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায় এবং তার শিষ্যত্ব বরণ করে। সে সর্বত্র সেই ব্যক্তির পুণ্য এবং তার ওলী হওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাতে আরম্ভ করে এবং প্রচার করে বেড়ায় যে, সেই ব্যক্তি অনেক বড় খোদাভক্ত এবং পুণ্যবান মানুষ। এমনকি সে বাদশাহ্কেও অনুপ্রাণিত করে এবং বলে, আপনি সেই ব্যক্তির সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করুন। বাদশাহ্ এতে সম্মত হন এবং বলেন, ঠিক আছে অমুক দিনে আমি সেই পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে যাব। সে কৃত্রিম পুণ্যবানই হোক বা যাই হোক না কেন তুমি যেহেতু বলছ তাই যাব। যাহোক মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সেই ব্যক্তির কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয় এবং বলে, বাদশাহ্ অমুক দিন আপনার কাছে আসবেন, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন যাতে বাদশাহ্র ওপর প্রভাব পড়ে আর তিনিও আপনার ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর বাদশাহ্ যদি আপনার ভক্ত বা মুরীদ হয়ে যান তাহলে তার প্রজারাও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। যাহোক তিনি লিখেন, জানা নেই সেই ব্যক্তি আদৌ পুণ্যবান ছিল কি-না কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে, তার নির্বোধ হওয়ার বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। সে যখন এই সংবাদ শোনে যে, বাদশাহ্ আসতে যাচ্ছেন এবং তার সাথে আমার এমন কথা বলা উচিত যা তার ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, তখন সে কিছু কথা বলবে বলে স্থির করে। বাদশাহ্ যখন সাক্ষাত করতে আসেন তখন সে বলে, হে মহামান্য বাদশাহ্! আপনার সুবিচার করা উচিত। দেখুন! মুসলমানদের মাঝে সিকান্দার নামের যে বাদশাহ্ অতিবাহিত হয়েছে সে কত বড় ন্যায় পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিল, আজ পর্যন্ত তার কত নাম-ডাক ও খ্যাতি বিদ্যমান। অথচ সিকান্দার মহানবী (সা.)-এর শত শত বছর পূর্বে বরং ঈসা (আ.)-এরও পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে সিকান্দার বা আলেকজান্ডারকে মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী যুগের বাদশাহ্ আখ্যা দিয়ে তাকে মুসলমান বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি অর্থাৎ সিকান্দার মহানবী (সা.)-এরও শত শত বছর পর বাদশাহ্ হয়েছে কেননা, সিকান্দার বা আলেকজান্ডার প্রথম চার খলীফার যুগে আসতে পারে না কারণ তখন খলীফাদের যুগ ছিল। আর সে হযরত মুয়াবীয়ার যুগের বাদশাহ্ও হতে পারে না কেননা মুয়াবীয়া সারা পৃথিবীর বাদশাহ্ ছিলেন। আর আব্বাসী খিলাফতের প্রথম অংশের বাদশাহ্ও সে হতে পারে না কেননা তখন তারাই পৃথিবীতে বাদশাহ্ ছিল। অতএব সিকান্দার যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর বাদশাহ্ হতে পারে অথচ মহানবী (সা.)-এর শত শত বছর পূর্বে এই ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি শত শত বছর পূর্বের বাদশাহ্ ছিল তাকে ইনি মহানবী (সা.) এবং ইসলামের উম্মতভুক্ত আখ্যায়িত করেছে। এরফলে বাদশাহ্র ওপর প্রভাব পড়া তো দূরের কথা বাদশাহ্র ধারণা মারাত্মকভাবে খারাপ মোড় নেয় এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উঠে চলে আসেন।'

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইতিহাসের জ্ঞান রাখা পুণ্যবান হওয়ার শর্ত নয় কিন্তু সেই স্বঘোষিত বুযূর্গ এই সমস্যাকে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইতিহাসে নাক গলাতে তাকে কে বলেছিল? তাই জ্ঞান সঠিক হওয়া উচিত এবং মানুষ যে কথাই বলে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলা উচিত। যদি ইতিহাসের কথা হয় তবে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান থাকা উচিত আর অন্য কোন জ্ঞানের কথা হলে তাও জানা থাকা উচিত। সে ব্যক্তিকে তার প্রবৃত্তির বাসনা ধ্বংস করেছে। মানুষ যদি সত্য বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত পুণ্য এবং জ্ঞানের আলখাল্লা পরিধান করে বা পরিধানের চেষ্টা করে তাহলে এভাবেই লাঞ্ছিত হয়, এই পরিণামই হয়ে থাকে।

আরেক জায়গায় হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বরাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের কোমলতা আর উম্মতের জন্য তাঁর মমবেদনা এবং মানবতার জন্য তাঁর সহানুভূতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **'মানুষ তড়িঘড়ি কাউকে অভিশাপ দিয়ে বসে। আমাদের নীতি এমনই হওয়া উচিত যে, আমরা কাউকে অভিশাপ দিব না বরং আমাদের বিরোধীদের জন্যও আমাদের দোয়া করা উচিত কেননা একদিন তারাই ঈমান আনবে।'** হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) বলতেন, আমি চৌবারা বা চিলে-

কোঠায় থাকতাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কক্ষের ওপর তিনি (আ.) হযরত আব্দুল করীম সাহেবের জন্য আরেকটি কক্ষ বানিয়েছিলেন। তিনি ওপরে থাকতেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গৃহের নিচের অংশে থাকতেন। এক রাতে নিচের অংশ থেকে এমন ক্রন্দনরোল ভেসে আসে যেভাবে কোন মহিলা প্রসব-বেদনার কারণে চিৎকার করে। আমি আশ্চর্য হলাম এবং পুরো মনোযোগ সহকারে সেই আওয়াজ শুনলাম। তখন জানতে পারলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করছেন আর বলছেন, **"হে আল্লাহ্! প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে আর মানুষ সে কারণে মারা যাচ্ছে। হে আল্লাহ্! যদি এরা সবাই মারা যায় তাহলে কে তোমার প্রতি ঈমান আনবে?"**

দেখুন! প্লেগ সেই নিদর্শন ছিল যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্লেগের নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু প্লেগ যখন আঘাত হানে তখন সেই ব্যক্তি যার সত্যতা প্রমাণের জন্য প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তিনিই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! যদি এরা মারা যায় তাহলে কে তোমার ওপর ঈমান আনবে? অতএব একজন মু'মিনের সাধারণ মানুষকে অভিশাপ দেয়া উচিত নয় কেননা; তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই সে দন্ডায়মান হয়। মু'মিন দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করার জন্যই দন্ডায়মান হয়। সে যদি তাদেরকে অভিশাপ দেয় তাহলে সে রক্ষা করবে কাদের। আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো, ইসলাম এবং মুসলমানদের রক্ষা করা। তাদের হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য ও গৌরব তাদের ফিরিয়ে দেয়া। তিনি (রা.) বলেন, **'উমাইয়া বংশের শাসনামলে মুসলমানদের যে প্রতাপ ও সম্মান ছিল আজ আহমদীয়াত সেই প্রতাপ এবং মাহাত্ম্য মুসলমানদের ফিরিয়ে দিতে চায় অবশ্য এই শর্তসাপেক্ষে যে, আব্বাসী এবং উমাইয়া বংশের রোগ ব্যাধি যেন তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ না করে।'**

অতএব যাদের উন্নত মানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের দাঁড় করানো হয়েছে তাদেরকে আমরা অভিশাপ কীভাবে দিতে পারি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

এ্যায় দিল তু নীয খাতেরে ইনা নিগাহ্দার - কাখের কুনান্দ দা'ওয়ায়ে হুব্বে পায়াম্বারম

অর্থাৎ হে আমার হৃদয়! তুমি এদের চিন্তাধারা এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও যেন তাদের হৃদয় কোথাও আবার কলুষিত না হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিবে। (নিজেকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন) সবকিছু সত্ত্বেও এরা তোমার রসূল (সা.)-কে-ই ভালোবাসে আর রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণেই তারা তোমাকে গালি দেয়। অতএব সাধারণ মানুষ অজ্ঞ। মৌলভীরা তাদেরকে যে শিক্ষা দেয় তারা এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। আজও অনেক আহমদী নিজেদের বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠায়। যেমন, পূর্বে যে বিরোধী ছিল, আহমদীয়াতের প্রকৃত চিত্র তার সামনে যখন স্পষ্ট করা হয় তখন তার মাঝে আমূল পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে আমাকেও অনেক অ-আহমদী চিঠি লিখেন, আহমদীয়াতের সত্যতা তারা এভাবে অবগত হয়েছেন এবং তারা লিখেন, **এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, মৌলভীরা**

আমাদেরকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করছিল। আফ্রিকায় সচরাচর এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক জায়গায় পরবর্তীতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষ লিখেন, মৌলভীরা আমাদের কাছে অর্থাৎ তাদের কাছে আহমদীদের ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরেছিল। অতএব আমাদের এ দোয়াই করা উচিত, **আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে পাপিষ্ঠ আলেম এবং বিভ্রান্ত নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন আর জনসাধারণকে সত্য বুঝার এবং চেনার তৌফিক দান করুন**।

সত্যিকার মুসলমানের জন্য যা অবধারিত তাহলো, সমস্যা এবং বিপদাপদ আর আশঙ্কা যখন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কল্যাণ ও স্বাচ্ছ্যন্দের উপকরণ সৃষ্টি করেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মৌলানা রূমীর একটি (ফার্সী) পংক্তি রয়েছে- **হার বালা কিঁ ক্বওমে রা ঊ দাদ আস্ত - যিরে আঁ ইক গুঞ্জ হ বানাদে আস্ত**

অর্থাৎ সেই খোদা জাতিকে যে সমস্যায়ই জর্জরিত করেছেন তার অন্তরালে রেখেছেন তিনি অনেক বড় এক ধন ভান্ডার। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় এটি পাঠ করে বলতেন, যদি কোন জাতি বা জামাত সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সে যেসব বিপদাপদ, আশঙ্কা এবং সমস্যায় জর্জরিত হয় তা তার জন্য পরিত্রাণ এবং উন্নতির কারণ হয় আর তার সব সমস্যা তার জন্য সুখের কারণ হয় বা তার সব সমস্যার পিছনে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থেকে থাকে। অতএব এখন পুরো উম্মতে মুসলিমাহ্র মাঝে প্রকৃত মুসলমান কেবল তারাই যারা যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জন্য যদি কোন সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তবে তা ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য হয়ে থাকে। সত্য যাচাইয়ের এটি অনেক বড় একটি মাপকাঠি, সমস্যার পর সুখ আসে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত স্বাক্ষী, **প্রতিটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতির নিশ্চয়তা বা উপকরণ নিয়ে আসে**।

বাহ্যিক কারণ ছাড়াও শুধু সাহচর্যের কারণে মানুষের ওপর বাজে চিন্তা-ধারার প্রভাব পড়ে থাকে, এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, কেউ কাউকে কোন পাপে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করুক বা না করুক যদি কোন পাপাচারীর সাহচর্যে মানুষ সময় অতিবাহিত করে তাহলে নিজের অজান্তেই সেই পাপ তার মাঝে ঘর করে বা অনুপ্রবেশ করে। পাপাচারীর প্রভাব অবচেতন মনে বা অজান্তেই পড়তে থাকে। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, একবার একজন শিখ ছাত্র, যে লাহোরের সরকারী কলেজে পড়াশুনা করতো এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, হুযূরকে সংবাদ পাঠায়, অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে বলে পাঠায়, পূর্বে খোদার সত্তায় আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আমার হৃদয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন, কলেজে যেখানে বা যে আসনে তুমি বসো সেই আসন পরিবর্তন করো। এরপর সে বলে পাঠায়, এখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আর

কোন সন্দেহ নেই। এ সংবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেয়া হলে তিনি বলেন, তার ওপর এক ব্যক্তির প্রভাব পড়ছিল যে তার সাথে বসতো আর সে ছিল নাস্তিক। জায়গা পরিবর্তন বা আসন পরিবর্তনের পর তার প্রভাব পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্দেহ তিরোহিত হয় বা দূর হয়। এক পাপাচারীর কাছে বসলে সে কিছু না বললেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েই থাকে আর ভালো মানুষের সাহচর্যে বসলে সে কিছু না বললেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কাজেই পৃথিবীতে পরস্পরের চিন্তা ধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিন্তু এটি বুঝা যায় না। অতএব বিশেষতঃ যুব সমাজকে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের বন্ধুত্ব ও তাদের উঠা-বসা এমন মানুষের সাথে হওয়া উচিত যারা তাদের ওপর নোংরা প্রভাব ফেলবে না। একইভাবে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার বিষয়টি রয়েছে। এ সম্পর্কে বয়স্কদের বা জ্যেষ্ঠদেরও স্মরণ রাখতে হবে, তারা ছেলেমেয়েদের বা শিশুদের কতিপয় প্রোগ্রাম দেখতে বারণ করে। শিশুদের এমন অনুষ্ঠান দেখতে না দিলেও যা তাদের চরিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বা অনেক অনুষ্ঠানে সতর্কীকরণমূলে লেখা থাকে, এটি এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়; কিন্তু ঘরে স্বয়ং পিতা-মাতা যদি এমন অনুষ্ঠান দেখেন তাহলে কোন না কোন সময় ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি এর ওপর পড়েই কেননা, পিতা-মাতা দেখছেন। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের অজান্তেই পরিবেশের প্রভাবও পড়ে থাকে এবং শিশুদের তরবীয়ত প্রভাবিত হয়। এমন পিতা-মাতা যারা এসব অনুষ্ঠান দেখে এটি হতেই পারে না যে, এসব অনুষ্ঠান দেখার পর বা এসব অনুষ্ঠান দেখা সত্ত্বেও তারা তাক্বওয়ার উন্নত মানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত টিভিতে অনুষ্ঠান দেখে আর ফজরের সময় নামাযেও যায় না। অতএব পিতা-মাতারও দায়িত্ব নিজেদের ঘরের পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা কেননা; নিজেদের অজান্তেই ছেলেমেয়েদের ওপর এসব বিষয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের তরবীয়ত ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাবিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছু মানুষকে দোয়ার প্রেক্ষাপটে বলতেন, **"দোয়ার জন্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তুমি নযরানা নির্ধারণ কর, আমি দোয়া করব।"** সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য তিনি (আ.) এই রীতি অবলম্বন করতেন। আর এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার একটি গল্প বা কাহিনী শুনিয়েছেন, এক পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে কোন এক ব্যক্তি দোয়া করাতে যায় কেননা তার ঘরের দলিলপত্র বা কবলা-নামা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই বুযূর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দোয়া করবো কিন্তু প্রথমে আমার জন্য হালুয়া বা মিষ্টি নিয়ে নিয়ে আস। এতে সেই ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়, দোয়ার জন্য আসলাম আর আমাকে মিষ্টি বা হালুয়া আনতে বলছে! যাহোক তার যেহেতু দোয়ার প্রয়োজন ছিল তাই সে মিষ্টি বা হালুয়া ক্রয় করতে যায় এবং মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি ক্রয় করে। দোকানের মালিক বা মিষ্টি বিক্রেতা যখন একটি কাগজে মুড়িয়ে সেই মিষ্টি দিতে যাচ্ছিল তখন সেই ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠে, এই কাগজ ছিড়বে না, এটিইতো আমার ঘরের

দলিল। এর জন্যই তো দোয়া চাইতে গিয়েছিলাম। যাহোক সে মিষ্টি নিয়ে আসে এবং বলে, ঘরের কব্‌লা বা দলিল আমি পেয়ে গেছি। সেই বুযূর্গ বলেন, মিষ্টি বা হালুয়া চাওয়ার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। দোয়ার জন্য সেই সম্পর্ক এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল কিন্তু এরফলে তোমার বাহ্যিক বা জাগতিক কল্যাণও হয়েছে।

এমন অনেক ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। যখন কোন নিষ্ঠাবান বা কোন নিবেদিত প্রাণ অনুসারীর ব্যবসার উন্নতি বা তার সুস্বাস্থের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষ বেদনার সাথে এ জন্য দোয়া করেছেন কেননা; সে বা তারা তাঁর মিশন এবং ইসলাম প্রচারের কাজে অনেক বেশি অসাধারণ আর্থিক সাহায্য করতো। অতএব এমন কুরবানীর কারণে তাদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে একবার তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দু'জন সাহাবী সম্পর্কে একটি ঘটনা শোনাতেন। একজন সাহাবী বাজারে বিক্রি করার জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে যান, অপরজন সেই ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য জিজ্ঞেস করেন। প্রথম সাহাবী মূল্যের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু ক্রেতা বলেন, না এর মূল্য এর চেয়ে বেশি হবে। তিনি যে মূল্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু বিক্রেতা বলেন, আমি সেই মূল্যই নিব যা বলেছি। আর ক্রেতা বলছিলেন, আমি এ মূল্যই দিব যা আমি নির্ধারণ করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি সাহাবীদের অতি সামান্য একটি ঘটনা। এটি সততা এবং বিশ্বস্ততার এক তুচ্ছ ঘটনা। তারা প্রতিটি পুণ্যের জগতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের চেয়ে এগিয়ে যাও। একজন যদি ধর্মের কোন কাজ করে তাহলে তোমরা তার চেয়ে বেশি কাজ করার চেষ্টা করো এবং অন্যের মোকাবিলায় নিজের আমি-কে বিসর্জন দাও। যদি আমাদের সবার চিন্তা-চেতনা এমনটিই হয় অর্থাৎ নিজেদের জাগতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পরিবর্তে পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে চেষ্টা করি তাহলে যেখানে একথা আমাদের নিজেদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য এবং নিজের পুণ্যের জন্য কল্যাণকর হবে একইসাথে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উপকারী হবে, অনুরূপভাবে এটি জামাতের উন্নতিরও কারণ হবে। অতএব সততা এবং বিশ্বস্ততার এই মান আমাদের ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি সব আহমদীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত তাহলো, সব সময় স্মরণ রাখবেন, সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী বা সমস্ত উৎকর্ষ গুণাবলীর অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। অনুরূপভাবে কাউকে সঠিক পথের দিশা দেয়াও খোদা তা'লারই কাজ। আমাদের ওপর খোদা তা'লা হিদায়াত প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তবলীগের দায়িত্ব ন্যস্ত

করেছেন কিন্তু কাউকে হিদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আমাদের উচিত এই কাজের জন্য যতটা সম্ভব নিজেদের শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করা কিন্তু ফলাফল সৃষ্টি করেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। কখনো এটি ভাবা উচিত নয়, অমুক ব্যক্তি যদি হিদায়াত পেয়ে যায় এবং আহমদী হয়ে যায় তাহলে জামাত উন্নতি করবে। অনেক সময় মানুষ একথা বলে, অমুক অমুক ব্যক্তি যদি আহমদীয়াত গ্রহণ করে তাহলে আহমদীয়াতের উন্নতি হবে আর আমরাও আহমদী হয়ে যাব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন, কতিপয় লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসতো এবং বলতো, আমাদের গ্রামে অমুক ব্যক্তি বসবাস করে, যদি সে আহমদী হয়ে যায় তাহলে আমরা গ্রামবাসীরাও আহমদী হয়ে যাব। তাদের এই ধারণা সঠিক হয় না কেননা; সেই ব্যক্তি গ্রহণ করলেও অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা ঈমান আনে না এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকেও বিরত হয় না। তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, এক গ্রামে তিনজন মৌলভী বাস করত। গ্রামবাসীরা বলতো, এদের মধ্য থেকে কেউ যদি মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করে তাহলে আমরা সবাই ঈমান আনবো। সেই তিন মৌলভীর একজন বয়আত করে। আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর কৃপা করেছেন এবং তিনি বয়আত করেন। তখন সবাই একথা বলা আরম্ভ করে, একজন মানলে কি আসে যায়, এর তো কান্ডজ্ঞানই নেই, এখনো দু'জন গ্রহণ করেনি, দু'জন তো এমনই আছে যারা মানেনি। এই তিনজন আমাদের বুযূর্গ, এরা মানলে আমরাও মানব। যদিও একজন ঈমান এনেছে তথাপি বলা যায় না যে, তার কান্ডজ্ঞান আদৌ কাজ করছে কি না। এরপর আরো একজন বয়আত করে। কিন্তু তখনও বিরোধীরা বলে, এই দুই মৌলভীর বয়আত করলেই কি, এরা তো নির্বোধ। একজন তো এখনো বয়আত করেনি তাই আমরা মানবো না। অতএব এমন ঘটনা হর-হামেশাই ঘটে থাকে কিন্তু যাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প তারা এ কথাই জপ করতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি মানলে সবাই মানবে, কিন্তু প্রায়শঃ এমনটি ঘটে না।

অতএব আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত খোদার কৃপা লাভের প্রতি। আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করা উচিত এবং যে কাজ করা প্রয়োজন তা করা উচিত, মানুষের দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়। অনেকেই এমন আছে যাদের ওপর অনেক সময় মানুষ নির্ভর করে। কিন্তু যাদের ওপর নির্ভর করা হয় তারা নিজেরাই অনেক সময় পরীক্ষায় নিপতিত হয়। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখে, অমুক ব্যক্তি এই এই শর্ত নির্ধারণ করেছে, তাই দোয়া করুন তার শর্ত যদি পূর্ণ হয় তাহলে সে আহমদীয়াত গ্রহণ করবে আর সে আহমদীয়াত গ্রহণ করলে আমাদের এলাকায় বিপ্লব এসে যাবে। হুযূর বলেন, এর সাথে বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই। এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এমন মানুষ দান করুন যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করবে এবং ধর্মীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।

মানবতাকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে কত যে বেদনা ছিল বা ব্যাথা ছিল এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা

করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক অশিক্ষিত এবং অকুলিন মহিলা আসে। ভারতে জাতপাতের বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। তিনি একজন নীচু বংশের মহিলা ছিলেন, তিনি বলেন, হুযূর! আমার ছেলে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, দোয়া করুন সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তুমি তাকে আমার কাছে পাঠাও যেন সে আল্লাহ্ তা'লার কথা শুনতে পারে। সেই ছেলে অসুস্থ্য ছিল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সেই ছেলে যেহেতু কাদিয়ানেই ছিল তাই তিনি (আ.) বলেন, চিকিৎসা করাচ্ছে ভাল কথা, তাকে আমার কাছেও পাঠিয়ে দিও। সেই ছেলে টিবি বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে সেই ছেলে যখন আসতো তখন তিনি (আ.) তাকে নসীহত করতেন এবং ইসলামের কথা বুঝাতেন কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম তার মাঝে এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁর (আ.) কথার প্রভাব সেই ছেলের হৃদয়ে পড়া আরম্ভ হতেই তার চিন্তা হয়, কোথাও আমি আবার মুসলমান না হয়ে যাই। তাই এক রাতে সে নিজের মায়ের অজান্তেই কাদিয়ান থেকে বাটালা চলে যায়। বাটালায় যেখানে খ্রিষ্টানদের মিশন ছিল সে সেখানে চলে যায়। তার মা যখন জানতে পারে তখন তিনিও রাতারাতি পায়ে হেঁটে বাটালা যান এবং তাকে ধরে কাদিয়ান নিয়ে আসেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালোভাবে মনে আছে সেই মহিলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়তো এবং বলতো, আমার ছেলে আমার কাছে তত প্রিয় নয়, ইসলামই আমার একান্ত প্রিয় ধর্ম। এই ছেলে আমার একমাত্র সন্তান। আমার বাসনা হলো সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে যদি মারাও যায় আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার মিনতি বা আকুতি গ্রহণ করেন এবং সেই ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরই সেই বেচারা ইহধাম ত্যাগ করে। সেই মহিলাও জানতেন, স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি শেষ বা অন্তিম কোন মানবীয় ওসীলা থেকে থাকে তাহলে তিনি হলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেননা কেবল তাঁর হৃদয়েই ইসলামের প্রকৃত বেদনা ছিল, তিনিই প্রকৃত বেদনা নিয়ে অন্যদের কাছে বাণী পৌঁছাতে পারেন, তবলীগ করতে পারেন এবং মানাতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংশোধনের রীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **'অনেক সময় সংশোধন করতে গিয়ে মানুষ ভ্রান্ত পন্থায় এমনভাবে কথা বলে যে, সংশোধনের পরিবর্তে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে।'** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংশোধনের পদ্ধতিও বড় সূক্ষ্ম এবং অদ্ভূত ছিল। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তার উপকরণের অভাব ছিল, কথায় কথায় বা কথার ছলে সে বলে, এই অস্বচ্ছলতার কারণে আমি এভাবে ট্রেনে সফর করেছি। তার রীতি ছিল অবৈধ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন তাকে এক রূপী দিয়ে মুচকি হেসে বলেন, আশা করি যাওয়ার

পথে তোমার আর এমনটি করার প্রয়োজন হবে না; সে যুগে এক রূপীর অনেক মূল্য ছিল। এভাবে তিনি (আ.) তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সব সময়ই বৈধ কাজ করা উচিত।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বারবার কাজ শেখা এবং পরিশ্রমের প্রতি জামাতের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একজন স্বল্পবোধ বুদ্ধি সম্পন্ন যুবক ছিল। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেই থাকতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি ছেলে ছিল যার নাম ছিল ফাজ্জা। তিনি (আ.) কাজ শেখার জন্য তাকে কোন মিস্ত্রির সাথে লাগিয়ে দেন। কিছুদিন পরই সে মিস্ত্রির কাজ শিখে নেয় এবং পুরোদস্তর মিস্ত্রি হয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, তার বোধ-বুদ্ধি নিতান্ত স্বল্প হলেও সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক ছিল। সে অ-আহমদী হিসেবে এখানে আসে এবং পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তার বোধ-বুদ্ধি যে কত স্বল্প ছিল এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এর চিত্র হলো একবার কয়েকজন অতিথি আসেন। তখন পৃথক কোন অতিথিশালা ছিল না। প্রাথমিক যুগের কথা, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘর থেকেই অতিথিদের জন্য খাবার পাঠানো হতো। শেখ রহমতউল্লাহ্ সাহেব, ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, খাজা কামালউদ্দিন সাহেব, কুরাইশি মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং মুফরাহ আম্বরির আবিষ্কারক কাদিয়ান আসেন এবং তাদের সাথে আরো এক বন্ধু ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের জন্য চা প্রস্তুত করান আর ফাজ্জাকে বলেন, অতিথিদের চা পান করাতে। সে আবার কাউকে চা দিতে ভুলে না যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে তাকীদ করেন, দেখ! পাঁচ জনকেই চা দিতে হবে, কাউকে ভুলবে না যেন আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো আরো একজন ভৃত্য যার নাম ছিল চেরাগ, তাকেও সাথে পাঠান। তাদের উভয়ে যখন অতিথিদের জন্য চা নিয়ে যায় তখন জানা যায়, মেহমানরা কক্ষে ছিল না বরং তারা সবাই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে গিয়েছেন। এই দু'জন চা নিয়ে সেখানে চলে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, চেরাগ পুরোনো কর্মচারী ছিল। সে প্রথমে চায়ের পেয়ালা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সামনে রাখে কেননা; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুণ্য এবং পদ মর্যাদার কথা তার মাথায় ছিল। তাই সে চায়ের পেয়ালা প্রথমে তাঁর সামনে রাখে। কিন্তু ফাজ্জা তার হাত ধরে ফেলে এবং বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। চেরাগ তাকে চোখের ইশারায় এবং কনুই দিয়ে গুতো মেরে একথা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি কিন্তু এখানে তিনিই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত তাই প্রথমে চা তাঁর সামনে রাখা উচিত। কিন্তু ফাজ্জা বারবার শুধু একথাই বলছিল, হযরত সাহেব শুধু পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তার বোধ-

বুদ্ধির দৌড় এ পর্যন্তই ছিল, এতটুকু কথাও সে বুঝত না; কিন্তু মিস্ত্রির সাথে যখন তাকে নিযুক্ত করা হয় তখন স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে মিস্ত্রি হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, (বিভিন্ন দরিদ্র দেশসহ অন্যান্য দেশে আর এখানেও এসে অনেকেই অকর্মণ্য বসে থাকে) মানুষ সামান্য মনোযোগ দিলেই কোন না কোন কাজ শিখতে পারে এবং আয়-উপার্জন করতে পারে বরং জনকল্যাণমূলক ও মানব সেবামূলক কাজেও অবদান রাখতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখানে এক ব্যক্তি ছিল যে পরবর্তীতে নিবেদিত প্রাণ আহমদী হয়ে যায়। হুযূরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে হুযূর (আ.) বিশ বছর পর্যন্ত তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ হলো, তার একটি কথায় হুযূর খুবই অসন্তুষ্ট হন। আর ঘটনাটি যেভাবে ঘটে তাহলো, তার এক ছেলে মারা যায়। হুযূর (আ.) নিজেই ভাইকে নিয়ে তাদের ঘরে শোক প্রকাশ করতে যান। তাদের রীতি ছিল ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি আসলে তাকে জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদতো এবং চিৎকার করতো। এই রীতি অনুসারে সেই ব্যক্তি হুযূরের বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে গিয়ে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর অনেক বড় যুলুম করেছেন, নাঊযুবিল্লাহ্। একথা শুনে হুযূরের এমন ঘৃণা জন্মে যে, সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাও তিনি আর পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন, সে এই অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয় এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের সাথে এক নাস্তিক পড়ালেখা করতো, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ কি এ-সংক্রান্ত ঘটনা শোনাচ্ছেন। একবার যখন ভূমিকম্প হয় তখন তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই রাম রাম শব্দ বেরিয়ে আসে। সে প্রথমে হিন্দু ছিল কিন্তু পরে নাস্তিক হয়ে যায়। মীর সাহেব একথা শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তো আল্লাহ্‌কে মানো না তাহলে রাম রাম বললে কেন? সে বলে, ভুল হয়ে গেছে, এমনিতেই বা অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে বা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আসল কথা হলো নাস্তিকরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার মান্যকারীরা জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই মৃত্যুর সময় বা ভয়ের সময় নাস্তিকরা বলে, হতে পারে আমি ভ্রান্তিতে রয়েছি নতুবা তারা যদি জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে এর পরিবর্তে যা হতো তাহলো, মৃত্যুর সময় নাস্তিকরা অন্যদের বলতো, আল্লাহ্ সম্পর্কে অলীক ধারণা ছেড়ে দাও, কোন খোদা নেই কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের এটি অনেক বড় একটি প্রমাণ যে, সব জাতির মাঝেই এই ধারণা বিদ্যমান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রেক্ষাপটে তাঁর (আ.) আন্তরিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)

এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই অবস্থার ধারণা এই নোট থেকেও করা যায় বা করা যেতে পারে যা তিনি তাঁর এক ব্যক্তিগত নোটবুকে লিখেছেন এবং যা আমি নোটবুক থেকে সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিয়েছি। তিনি (আ.) দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য সেই নোট লিখেন নি যে কারণে কেউ এতে কোনরূপ কৃত্রিমতা আছে বলে মনে করতে পারতো। এটি তাঁর প্রভুর সাথে একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছিল আর আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর এক বিনয়াবনত দোয়া ছিল যা লেখকের কলম থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছেছে। এমনিতে সেই নোট দুনিয়াতে প্রচারিত হওয়ার জন্য লেখা হয়নি আর তা সম্ভবও ছিল না যদি আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে তা আমার হাতে না পৌঁছাতেন আর আমি তা প্রচার না করতাম। এই লেখায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেন, **"হে খোদা! আমি তোমাকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি, যখন কোন বন্ধু এবং সহমর্মী আমার কোন সাহায্য করতে পারে না তখন তুমিই আমায় আশ্বস্ত কর এবং সাহায্য কর।"** এহলো সেই নোটের মর্মার্থ।

সকল আহমদীর নৈতিক চরিত্রের মান অতি উন্নত হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার এ সম্পর্কে নসীহত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর নিজের আদর্শ কেমন ছিল, বিরোধীদের সাথে তিনি কীরূপ সদ্ব্যবহার করতেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক বন্ধু শুনিয়েছেন, একবার হিন্দুদের মধ্য থেকে এক ভয়াবহ বিরোধীর স্ত্রী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসক তার জন্য যেসব ঔষধ প্রস্তাব করেছে সেগুলোর একটি ছিল কস্তুরি। সে যখন অন্য কোন জায়গা থেকে কস্তুরি পায়নি তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং নিবেদন করে, যদি আপনার কাছে কস্তুরি থাকে তাহলে আমাকে দিন। সম্ভবত তার এক বা দুই রত্তি কস্তুরির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে নিজেই বর্ণনা করে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বোতল ভরে কস্তুরি নিয়ে আসেন এবং বলেন, **আপনার স্ত্রীর রোগ খুবই মারাত্মক তাই পুরোটাই নিয়ে যান।**

অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কি শিক্ষা দিতেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, তাঊন শব্দ অর্থাৎ প্লেগ "তান" থেকে উদ্ভূত আর এর অর্থ হলো, বর্শা নিক্ষেপ করা। সেই খোদা যিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখিয়েছেন তিনি এখনো বিদ্যমান। এখনো তিনি অবশ্যই স্বীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ করবেন, তিনি নীরব থাকবেন না বরং আমরা নীরব থাকব আর জামাতকে নসীহত করবো, নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন আর জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিন, এমন একটি জামাতও পৃথিবীতে থাকতে পারে যারা সকল প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ বা উত্তেজনাকর কথাবার্তা শুনেও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

দোয়ার কথা আমি পূর্বেই বলেছি, কত বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করতেন।প্রধানতঃ অভিশাপ দেবে না, দ্বিতীয়তঃ সকল নৈরাজ্যের মুখে আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে

জীবন কাটাতে হবে। দোয়ায় বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, **"যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, দোয়ার সময় সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হচ্ছে না তাহলে কৃত্রিমভাবে হলেও তার কান্নাকাটির চেষ্টা করা উচিত। যদি সে এমনটি করে তাহলে এরফলে সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হবে।"**

দোয়ায় কীরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত এর সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, **"কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা আর শত্রু কর্তৃক এভাবে পরিবেষ্টিত থাকার কারণ হলো, আমাদের মাঝে এমন একটি শ্রেণী আছে যারা দোয়ায় আলস্য প্রদর্শন করে** আর আজও একথা সত্য, অনেকেই এমন আছে যারা দোয়া করতেও জানে না। তারা এটিও জানে না যে, দোয়া কাকে বলে। আমরা বিপ্লবের বুলি আওড়াই ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এক প্রকার মৃত্যু বরণের নামই হলো দোয়া।"** তিনি (আ.) বলতেন, **'জো মাঙ্গে সো মর রাহে, জো মরে সো মাঙ্গান জা'** অর্থাৎ কারো কাছে চাওয়া এক প্রকার মৃত্যু আর মৃত্যু বরণ করা ছাড়া কোন মানুষ চাইতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন না করবে সে চাইতে পারবে না। তাই দোয়ার অর্থ হলো, মানুষের নিজের ওপর সে এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এ কাজ করতে পারি সে কখনো সাহায্যের জন্য অন্য কাউকে ডাকবে না। এক ব্যক্তি কাপড় পড়ার জন্য পাড়ার লোকদের ডাকবে কি যে, আস আমাকে কাপড় পরাও? অথবা প্লেট বা থালা-বাসন ধোয়ার জন্য অন্যদেরকে বলবে কি যে, আস আমার প্লেট ধুয়ে দাও? বা কলম উঠানোর জন্য অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় কি? মানুষ তখনই অন্যের কাছে সাহায্য চায় যখন সে জানে, এ কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব নয় নতুবা যে মনে করে, আমি এই কাজটি নিজেই করতে পারি সে কখনো অন্যের কাছে সাহায্য চায় না। কেবল সেই ব্যক্তিই অন্যের কাছে সাহায্য চায় যে বিশ্বাস রাখে, এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছেও সেই ব্যক্তিই চাইতে পারে যে তাঁর সামনে নিজেকে মৃত জ্ঞান করে এবং তাঁর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সহায় শক্তিহীন হিসেবে প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পথে মৃত্যু বরণ না করবে ততক্ষণ তার দোয়া, দোয়া নয়। এটি এমনই একটি বিষয় হবে যেভাবে একজন পদক্ষেপ উঠানোর শক্তি রাখা সত্ত্বেও সাহায্যের জন্য অন্যদের ডাকে, তার একাজ কি হাস্যকর নয়? যখন একজন জানে, তার মাঝে কলম উঠানোর শক্তি আছে তখন সে তাকে সাহায্য করবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এটি বিশ্বাস রাখে যে, আমি অমুক কাজ করতে পারি, সে যদি এর জন্য দোয়া করে তাহলে তার দোয়া প্রকৃত দোয়া হবে না। তার দোয়াই প্রকৃত দোয়া আখ্যা পাওয়ার যোগ্য যে নিজে নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে এবং নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান

করে। এই অবস্থা যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে সে-ই আল্লাহ্‌র দরবারে সফল এবং তার দোয়াই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারি আর ইবাদতেরও উন্নত মানে উপনীত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য দোয়ার তৌফিক দিন এবং এর জন্য যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয় তাও যেন আমরা পালন করতে পারি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।